www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

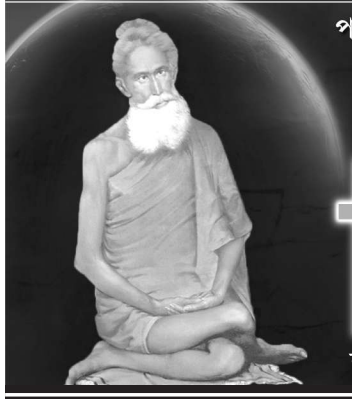

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের

দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

মূল্য- ৫ টাকা

বিশেষ সংখ্যা | ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, সনঃ ১৪৩০ / June 3, 2023 | ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, সনঃ ১৪৩০

“নাম, নাম, নাম, শুধু নাম করে যাও, আর সজাগ সচেতন হও। ভোগের মধ্যেই ত্যাগের ভাবকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করো। অর্থাৎ ভোগ করার সময় মনকে জিজ্ঞাসা করো এটা কি না হলেই নয়? হে ঈশ্বর তুমি আমার মন থেকে সব বাসনা ঘুচিয়ে দাও। আমি যেন কেবল তোমার ভাবে ভাবিত হই। তোমার সেবাই আমার একমাত্র ব্রত হয় এই প্রার্থনা।”

-ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচার

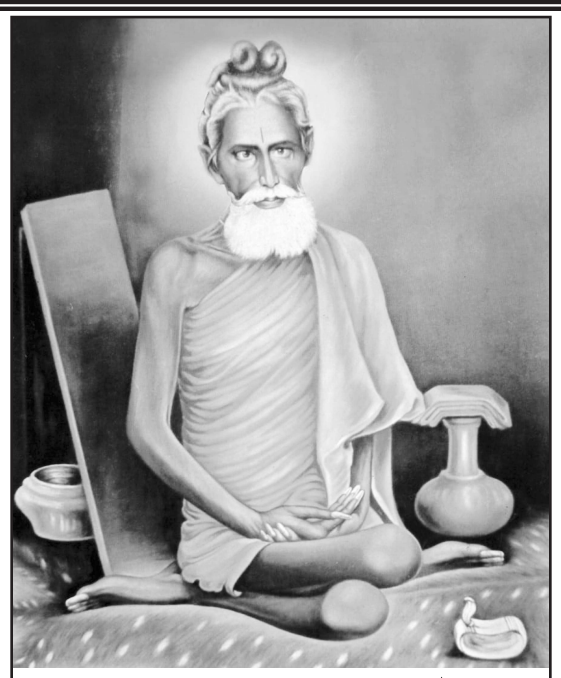

“সন্ন্যাস- মনের অবস্থা, তাহা যাহার হয় নাই, তাহার গাছতলায় কি পাহাড়ে গেলেও হইবে না। যাহার হইয়াছে তাহার গাছতলায় কি সংসারে থাকিলেও হইয়াছে। অতএব যাহার হইয়াছে, তাহার স্থান পরিবর্তনের প্রয়োজনাভাব। প্রয়োজন থাকিলে সন্ন্যাস হয় না, কারণ তাহার অভাব বোধ রহিয়াছে।”

- লোকনাথ ব্রহ্মচারী

“Make it a habit or practice to stop, pause for few seconds before you move to do anything. In that short pause, wake up to your spiritual essence, be calm, focused and do one thing at a time as a divine instrument. Let every act be your upasana, your humble step toward love Divine.”

~~Bodhi Shuddhaanandaa

সিদ্ধিনাথ প্রতিষ্ঠা

সুন্দরবনের গোসাবায় ও সন্দেশখালিতে বোধিবাবা নর্মদেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করার পর সেই জায়গা যেন পীঠস্থান হয়ে যায়। দূরদূরান্ত থেকে মানুষ নদী পথে এসে শিবের মাথায় জল ঢেলে, তাদের মনের কথা বলে যায়। সেই থেকে বোধিবাবার মনে সঙ্কল্প আসে, বাবা লোকনাথের (২৭৭ শান্তিপল্লী, কসবা)র মন্দিরেও নর্মদেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করার জন্য। স্বয়ম্ভূ নিজে এসে ধরা দিলেন বোধিবাবার মনোকামনা পূরণের জন্য।

এই বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী (১৯শে মাঘ, ১৪২৯) শুক্রবার বোধিবাবা নর্মদেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করেন বাবা লোকনাথ মন্দিরের একতলার প্রাঙ্গনে।

সকাল সাড়ে নটায় গঙ্গাজলে শিবশম্ভুর স্নান করিয়ে, নানা উপাচারে, মন্ত্র সহযোগে বোধিবাবা পূজো শুরু করেন। তিনি বলেন- মন্ত্রোচ্চারণ তো নিশ্চয় করবে, কিন্তু এইটুকুই যেন সব না হয়। বিগ্রহের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ভক্তের আকুলতা। ভক্তই পাথরে শিব দর্শন করতে পারে- তার বিশ্বাস, আকুলতা, প্রার্থনা বিগ্রহে প্রাণ নিয়ে আসে।

পুরীধামে যেমন রথের দিনে জগন্নাথদেব মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন, ও পথে চলেন তাঁর সমস্ত সন্তানের অতি কাছে আসার জন্য, বাবা লোকনাথ মন্দিরের উপরেও যে শিবশম্ভু আছেন, তাঁকে তো কাঠের বেড়ির ওপারে গিয়ে স্পর্শ করা যায় না, একমাত্র শিবরাত্রি ছাড়া। তাই তেমনই তিনিও, স্বয়ং শিবশম্ভু নীচে নেমে এলেন, তাঁর সমস্ত সন্তানদের বুকের কাছে টেনে নেওয়ার জন্য। ধরা দিলেন সকলের কাছে।

অপূর্ব গাত্রবর্ণ এই নর্মদেশ্বর শিবের। ওমকার থেকে শুরু করে সর্ব লক্ষণ যুক্ত এই শিবের নামকরণ করলেন বোধিবাবা, ‘‘সিদ্ধিনাথ’’। সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধির সময় যেহেতু

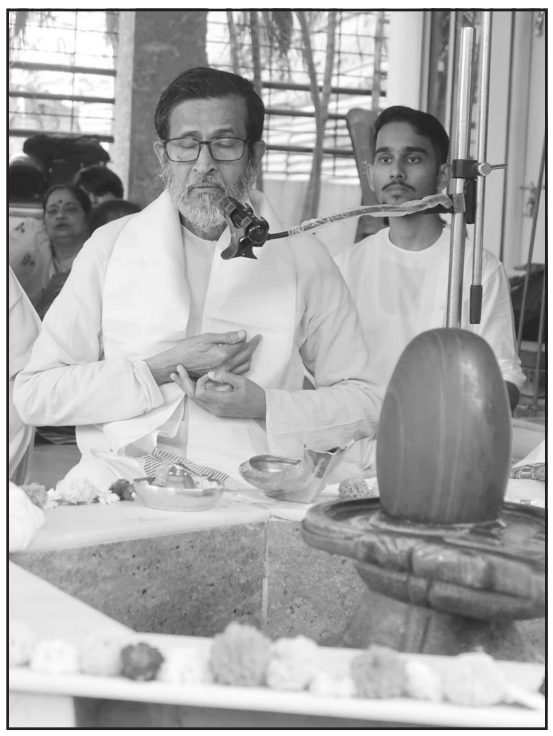

তাঁর স্থাপনা, তাই তাঁর নাম সিদ্ধিনাথ। বোধিবাবা বলেন, সকলের সর্ব অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য বাবা সিদ্ধিনাথ বরদহস্ত হয়ে বসে আছেন। ইনি শুধু লিঙ্গ নন, শিবশম্ভুর বরাভয় হস্ত। মন্দির প্রাঙ্গন মুখরিত হলো-কখনও ওম নমঃ শিবায় ধ্বনিতে, কখনও হর হর মহাদেব ভোলা মহেশ্বর, কখনও বা মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রে, কখনও রুদ্রগায়ত্রী মন্ত্র, কালভৈরব অষ্টকম, কখনও বা ওম নমঃ লোকনাথ সিদ্ধিনাথায় নমঃ মন্ত্রে। পূজা, হোম, যজ্ঞের সাথে নর্মদেশ্বর শিবশম্ভু প্রতিষ্ঠিত হলেন সিদ্ধিনাথ লোকনাথ রূপে, মন্দিরের একতলার প্রাঙ্গনে।

লোকনাথ তিরোধান দিবসে প্রকাশিত হল **“দিব্যজীবন”** -এর এই বিশেষ সংখ্যা। দ্বিমাসিক অনলাইন পত্রিকার সঙ্গে পাঠক-পাঠিকারা ইতিমধ্যেই পরিচিত। এই বিশেষ সংখ্যায় পত্রিকার নিয়মিত বিভাগের সঙ্গে, পাঠকের সুবিধার্থে থাকছে, শ্রী শ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের বহুধাবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ -**মৌসুমী পাল**, সম্পাদিকা

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনে হরিনাম সংকীর্তন ২০২৩

।। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ চৌত্রিশ বছর পূর্ব ১৪৮৬ খ্রিঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত নবদ্বীপে হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রী জগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীমতী শচীদেবীর গৃহে আবির্ভাব হয়েছিল শ্রীশ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু। সাক্ষাৎ কৃষ্ণাবতার শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেইকালে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘‘হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র’’ নাম যা আজও বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। প্রতি বছর সারা মাঘ মাস ব্যাপী সকল নগরবাসী মিলে মেতে ওঠে অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তনে। তাই সেই রীতি মেনে এই বছন প্রথমবার গুরুদেবের তত্বাবধানে লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনে ভোর ৬ টা হতে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত অখণ্ড তাকক ব্রহ্ম মহানাম ভজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

■*এরপর তিনের পাতা*

সম্পাদকীয়

বাংলা ভাষা এবং লেখক বোধি শুদ্ধানন্দ

কলকাতার বেহালা অঞ্চলের একটি বাংলা মাধ্যম স্কুলে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ শেষ করে শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ চলে যান তাঁর মা,বাবার কাছে, সুদূর দক্ষিণ ভারতের বিজয়ওয়াড়া শহরে। তাঁর বাবা তখন দক্ষিণ ভারতেই কর্মরত ছিলেন। দক্ষিণ ভারতের একটি ইংরাজী মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হলেন শুদ্ধানন্দজী, স্কুলের পর কলেজ, ইউনিভার্সিটিও দক্ষিণ ভারতেই এবং অবশ্যই ইংরাজী মাধ্যমে। কিন্তু অত্যাশ্চর্য ঘটনা এই যে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ভাষার বিদ্যে, জীবনের দীর্ঘ সময় দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় ভাষার পরিবেশে থাকা এবং ইংরাজী মাধ্যমে পড়াশুনো করা-এসবের কোনো কিছুই বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং এ ভাষায় তাঁর সাবলীল রচনার দক্ষতা-এ দুটোর কোনোটাই কমাতে পারেনি। ১৯৭৮ সালে ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ তাঁকে সুক্ষম নির্দেশ দেন, ‘‘লেখ, ছড়িয়ে দে’’ এবং এটাও বলেন যে শুদ্ধানন্দজীর লেখা তাঁর ভালো লেগেছে। একজন মহাপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া এই স্বীকৃতি একজন লেখকের জীবনের সর্বোত্তম স্বীকৃতি।

যে কোন ভাষার সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্ক না থাকলে বা ভাষাটিকে তেমন মর্যাদা দিয়ে অনুধ্যান না করলে সে ভাষায় দক্ষতা হ্রাস পেতে বাধ্য। অথচ বাংলা ভাষায় লেখা শুদ্ধানন্দজীর একাধিক গ্রন্থ পাঠ করলে কখনো মনে হয়না যে এ ভাষার থেকে তিনি দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন ছিলেন। কি সাবলীল, কি স্বচ্ছন্দ তাঁর প্রকাশভঙ্গী, বাংলা ভাষায় কত অবিস্মরনীয় গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ‘‘শিবকল্প মহাযোগী বাবা লোকনাথ’’, ‘‘মন চলো নিজ নিকেতনে’’, ‘‘চিন্তামুক্ত মনের আকাশ ভারমুক্ত জীবন’’ ইত্যাদি প্রত্যেকটি গ্রন্থ ভাষা এবং বিষয়বস্তু-দুটি দিক থেকেই সমৃদ্ধ। প্রত্যেকটি গ্রন্থ তাঁর সাধনজাত অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল, সাধক শুদ্ধানন্দ মিশে গেছেন লেখক শুদ্ধানন্দের সত্ত্বার গহনে। তাঁর রচিত গ্রন্থে একদিকে যেমন সমৃদ্ধি হয়েছে বাংলা ভাষা, অন্যদিকে সমৃদ্ধ হয়েছেন অধ্যাত্মপিপাসু মানুষ, তৃপ্ত হয়েছেন সমস্যাজর্জরিত তাপদগ্ধ মানুষ। সহজ বাংলা ভাষায় তাঁর সাধনার ফল তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন সাধারণের মধ্যে। ‘‘ধ্যানের শুদ্ধ আনন্দ’’ নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় তিনি বলছেন, ‘‘একবার নিজের অস্তিত্ব রূপ সত্তার সঙ্গে যোগ হলেই দেখবে জাগতিক কোন কিছুই আর তোমাকে তেমনভাবে নাড়া দেবেনা। যখন সফলতা অসফলতা কোন কিছুই আর নাড়া দেবেনা, তখন বুঝবে অকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’’ সহজ ভাষার আবরণে গভীর উপলব্ধির ইঙ্গিত দিয়ে যায় এই লাইনগুলো। বাবা লোকনাথের জীবনী গ্রন্থ বাদ দিলে শুদ্ধানন্দজীর সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং বহুল পঠিত গ্রন্থ, ‘‘মন চলো নিজ নিকেতনে।’’ বহু মানুষ বইটি পড়ে বিহ্বল হয়েছেন, বহু মানুষের জীবন সম্পূর্ণ নতুন এক খাতে প্রবাহিত হয়েছে, বহু মানুষ বইটিকে ব্যবহার করেছেন মনোরোগ উপশমের এক অব্যর্থ ওষুধ হিসাবে।

শুদ্ধানন্দজীর বইগুলি পড়লে দেহ মনে এক ধরণের স্নিগ্ধ প্রলেপ পড়ে। বর্তমানের অস্থির এই সময়ে যখন নানা কারণে মানুষের চিত্তবিভ্রম ঘটে চলেছে, প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে মনোরোগীর সংখ্যা, তখন ‘‘মন চলো নিজ নিকেতনে’’র মতো গ্রন্থ মনের এক আশ্চর্য শুশ্রুষা। বইটির ভূমিকায় তাই লেখক বলেন, ‘‘বইটি পড়ে আনন্দ পেলে সেই আনন্দের মধ্যেই আমার আনন্দের ভাগ আছে। শান্তি পেলে সেই শান্তির মধ্যে আমার শান্তির ভাগ আছে। নেতিবাচক মানসিকতা ছেড়ে আত্মবিশ্বাসী, ভগবৎ বিশ্বাসী হয়ে উঠলে ভাববো আমার জীবন সার্থক, তাঁর নিমিত্ত হয়ে কলম ধরা সার্থক’’। সত্যিই সার্থক তাঁর কলম ধরা।

মহাশিবরাত্রি

এই বছরের ১৮ই ফেব্রুয়ারী (বাংলা ৫ই ফাল্গুন, ১৪২৯) শনিবার ছিল শিবরাত্রি পূজা। প্রতিবছরই বাবা লোকনাথ মন্দিরে দলে দলে ভক্তগন আসেন শিবশম্ভুর মাথায় জল ঢালার জন্য। কিন্তু এই বছরের মহাশিবরাত্রির পূজাটি ছিল অন্যরকম। সিদ্ধিনাথ মহাদেব প্রতিষ্ঠিত হবার পরই ছিল এই বছরের শিবরাত্রি পূজা। মন্দিরের বাবা লোকনাথের তৈলচিত্রটিকেও সিদ্ধিনাথ মহাদেবের পাশে প্রতিষ্ঠা করলেন বোধিবাবা। উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মধ্যে দিয়ে শিবকল্প মহাযোগী বাবা লোকনাথ সকলের প্রাণের ‘বাবা’ হয়ে সন্তানদের কাছে এসে বসলেন।

বোধি ইয়ুথ গ্রুপের ছোট ছেলে মেয়েদের, এবং মন্দিরে আগত সকল ভক্তদের সাথে বোধিবাবা স্বয়ং সারারাত্রি ভজন, কীর্তন, স্তোত্রপাঠ, সৎসঙ্গ করে, প্রহরে প্রহরে জলদান করে পূজা সাঙ্গ করেন।

সন্ধ্যা থেকেই আশেপাশের অঞ্চল থেকে মানুষ আসেন সিদ্ধিনাথের মাথায় জল ঢালার জন্য। একদিকে চলে দুধ, ঘি, মধু, দই, ফুল, ফল, গঙ্গাজল দিয়ে সিদ্ধিনাথের পূজা, অন্যদিকে মন্দির প্রাঙ্গন মুখরিত হয় ‘ওম নমঃ শিবায়’ ধ্বনিতে। চলতে থাকে শিবের সহস্রনাম, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র, রুদ্রগায়ত্রী মন্ত্র ইত্যাদি।

রাত্রি ৯টার পর শুরু হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিবের ভজন, শিবের নৃত্য পরিবেশনা করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা।

রাত্রির প্রতি প্রহরেই শিবশম্ভুর মাথায় জল ঢালা হয়। কখনও উপস্থিত ভক্তরা স্তোত্রপাঠ করে ও বোধিবাবা জল ঢালেন, কখনও বা বোধিবাবা স্বয়ং মন্ত্রপাঠ করেন, ভক্তগন জল ঢেলে শিবপূজা করে। মাঝেমধ্যে বোধিবাবা সৎসঙ্গ করেন। জনৈক ভক্তের কথার উত্তরে বোধিবাবা বলেন, আজকে যে পূজাটা তোমরা করলে, তা তোমাদের কাছে স্মৃতি হয়ে থাকল, কারণ ঠিক এই পরিবেশ এই জায়গা তুমি প্রতি বছর পাবেনা। কিন্তু আজকের এই পূজার স্মৃতি-তা তোমার নিজের। যখন তখন, যে কোনো একটা জায়গায় বসে নিজের মধ্যে তুমি এই স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলতে পারো, ফিরিয়ে আনতে পারো আজকের আনন্দকে, তখনও তুমি এতটাই আনন্দ পাবে। চুপ করে বসে থাকলে মানসপটে কত স্মৃতি ভেসে আসে। যে স্মৃতি আমাদের ঈশ্বর থেকে বিচ্যুত করে, তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, সেই স্মৃতিকে তাঁর চরনেই অর্পণ করতে হবে। আর যে স্মৃতি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হবার স্মৃতি-তাকে রোজ মন্থন করে জাগাতে হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হবার স্মৃতি শুধুই সুখস্মৃতি নয়, তা আনন্দের স্মৃতি। এই স্মৃতি আমাদের ধ্যানের অবলম্বনও হতে পারে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে ভক্তগণ আনন্দে মেতে ওঠে।

এই ভাবে কখনও সৎসঙ্গ, কখনও ভজন, নামগান, কখনও বা স্তোত্রপাঠ, আর সর্বোপরি, প্রতি প্রহরে সিদ্ধিনাথের মাথায় জল ঢালার পর প্রায় ব্রহ্মমুহূর্তে সাঙ্গ হয় মহাশিবরাত্রির পূজা।

-কৃষ্ণা দত্ত

নাম শক্তি

এক উচ্চ কোটি সন্তন্ত পরিব্রাজক পথে এক গ্রাম প্রান্তে একটি বৃক্ষতলে আসন স্থাপন করেছিলেন । গ্রামবাসীগন তাঁর তেজপুঞ্জ মাধুর্য্য মণ্ডিত তপোময় মূর্তি দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে ভগবত সেবার নিমিত্ত খাদ্য সামগ্রী অর্পন করিলে তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন- ‘‘আপনারা যদি বেদোক্ত কর্মজাল সম্পাদন করিয়া থাকেন, দান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনাদের প্রদত্ত দ্রব্য ভাগবত সেবা গ্রহণ করিতে পারি।’’ গ্রামবাসীগন বলিলেন- ‘‘মহারাজ আমরা বেদক্ত কর্মকাণ্ড করি নাই, উহা সম্পাদন করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।’’ সুতরাং মহাত্মা গ্রামবাসী প্রদত্ত কোন দ্রব্য সেবায় গুরহণ করলেন না, তিনি কেবল মাত্র জল পান করে রইলেন। সন্তের এইরূপ অদ্ভুত বাক্য গ্রামবাসী এক বৃদ্ধার কর্ণ গোচর হল, তিনি বিচার করলেন যে বহুজন্মের পূণ্যফলে এই উচ্চকোটি সন্তের গ্রামে আগমন হয়েছে, আর তিনি অভুক্ত আছেন। ইহা সকলের পক্ষে অমঙ্গল জনক। তিনি সন্তের বাক্য যথাযত বিচার করে স্নেহভরে কিছু ভোজ্য সামগ্রী সাথে নিয়ে সন্ত সন্নিধানে গমন করে তাঁকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করে সকল সামগ্রী ভগবৎ সেবার জন্য অর্পণ করলেন। সন্ত পূর্ববৎ তাকে (বৃদ্ধাকে) জিজ্ঞাসা করলেন-‘‘ জননী তুমি কি বেদবিহিত যজ্ঞাদি করিয়াছ, তুমি কি শাস্ত্রোক্ত সকল তপস্যা, হোম, দানরূপ যজ্ঞ করিয়াছ, তুমি কি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করিয়াছ? গ্রামবাসী বৃদ্ধা বলিলেন-‘‘ বাবা, আপনি যাহা বলিলেন তৎসমুদয় আমি সম্পাদন করিয়াছি।’’ সন্ত বলিলেন- ‘‘ জননী, তুমি অল্প সময়ে এই করাল কলিকালে এই সকল কি প্রকারে করিয়াছ? বৃদ্ধা বলিলেন- ‘‘ বাবা আমি নিত্য নিরন্তর ‘‘রাম নাম’’ স্মরণ মনন ও জপ করিয়া থাকি, এবং ইহার দ্বারা আমার সকল সাধন সম্পাদন হইয়া গিয়াছে।’’ বৃদ্ধার এই উক্তি শ্রবনে সন্ত অতিশয় আনন্দ সহকারে বলিলেন,- জননী তুমি যথার্থই উহা সম্পাদন করিয়াছ। তোমার প্রদত্ত দ্রব্য ভগবান প্রেমের সহিত অঙ্গীকার করিতেছেন।

-মাতৃ চরণাশ্রিত ঝুমা

ভক্তগণের সহিত হরি নামে রত বাবাজী।

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনে হরিনাম সংকীর্তন ২০২৩

■*একের পাতার পর*

ইউথ ও সিনিয়র গ্রুপের সকল সদস্যরা মিলে প্রস্তুত করেছিল একাধিক ভিন্ন সুরে হরে কৃষ্ণ মহা মন্ত্র। ৫ ই ফেব্রুয়ারি ভোরবেলা থেকে শুরু হয়ে যায় হরিনাম সংকীর্তনের প্রস্তুতি। সেই দিন ভোরবেলা মন্দির প্রাঙ্গনে তুলসি দেবীকে সুসজ্জিত করে, দেবীর সামনে নৈবেদ্যো সাজিয়ে, গুরু বন্দনার মাধ্যমে শুরু হয় অনুষ্ঠান। ভোর ৬ টায় মধুমাখা হরি নামের প্রথম বোল ওঠে মন্দির প্রাঙ্গণে, বেলা গড়াতেই হরির টানে ও দিব্য মুহূর্তের স্বাক্ষী হতে দূর দূরান্ত থেকে আসতে শুরু করে সকল ভক্তরা।

।। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

গুরুদেব তখন সামনের আসনে বসে, তার তৃপ্ত দুই নয়নে প্রকাশিত হচ্ছে প্রেমময় হরিনামের ভাব। গুরুদেবের হাতের করতালটি থেকে ক্রমাগত ভেসে আসছে হরি নামের ভিন্ন ভিন্ন সুর। সেই দিন বাবা লোকনাথের মুখে ফুটে উঠেছিল সেই অসীম আনন্দে প্রসন্নতার ভাব। হরি নামের প্রভাবে না ছিল খিদে, না ছিল কোনো চিন্তা ভাবনা, ছিল শুধুই গুরু, হরি আর আমি। এ এক অদ্ভুত অনুভুতি যা হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা খুবই কঠিন। নামে কেউ আর স্থির থাকতে পারছিল না, ভিতর থেকে কেউ যেনো বার বার বলে উঠছে ''হরি বোল হরি বোল''। মনের বাইরে তারই প্রকাশ হচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে উলুধ্বনি ও শঙ্খ বাজিয়ে দুই বাহু তুলি তাকে পাওয়ার আকুতিতে। জগৎ যেনো অন্ধকার, আছি শুধু তুমি আর আমি এই ভাবনায় বার বার শরীরে কম্পনের সাথে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে অনবরত। বেলা তখন দুটো, গুরুদেব সকলের সাথে নাম করে চলেছেন। সে কি দিব্য অনুভুতি, মনে হচ্ছিল ত্রিদেব, সকল সদগুরুগণ ও স্বয়ং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসে সেই স্থানে উপস্থিত হয়েছেন ভক্তের আকুল ডাকে। সেই সময় গুরুদেবের সাথে সকল ভক্তগণ মিলে দুবাহু তুলে মহানন্দে ভেসে গেলো হরি নামের ভাব সাগরে।

''প্রভাত সময়ে শচির আঙ্গিনার মাঝে
গৌড়চাঁদ নাচিয়া বেড়ায় রে''

গুরুদেবের সেই ভাবের কি যে এক ঐশ্বরিক অনুভূতি যা ক্ষণিকের মধ্যে মন্দির প্রাঙ্গণকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাভূমিতে রূপান্তরিত করেছিল। যেন শরীরের প্রত্যেক কোষে কোষে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল হরে কৃষ্ণ মহানাম। মুহূর্তের মধ্যে গুরুদেব ভাবে সমাধিস্ত হলেন। ভাবে বিগলিত সকল ভক্তগণ গুরুদেবের চরণ সিক্ত করে নিজ অশ্রুজলে। অবিরাম হরে কৃষ্ণ নামে গুরুদেবের সমাধি ভঙ্গ হলে তিনি মহানন্দে বাতাসা হরির লুট দেন সকল ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে। ঘড়ির কাঁটা তখন সন্ধ্যা ৬টা ছুঁই ছুঁই, গুরুদেব তার মধুমাখা কণ্ঠে ধরলেন ধর লও গানটি। তারপর বাবা লোকনাথের আরতি ও অমৃত সৎসঙ্গের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয় সেদিনের অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন অনুষ্ঠান। সর্বশেষে এই ঘোর কলিতে গুরুদেবের মধ্যে স্বয়ং মহাপ্রভুর দিব্যরূপ দর্শন করে সকল ভক্তগন হরি নামের রসোধারায় স্নাত হয়েছিল সেই দিন।

অষ্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাবা লোকনাথের মন্দির

মন্দির প্রতিষ্ঠারত শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ।

"২০২৩ সালের ৯ই এপ্রিল, রবিবার, পবিত্র ইষ্টারের দিন, অষ্ট্রেলিয়ার বায়রন বে শহরের উইলসন ক্রিক অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হল বাবা লোকনাথের মন্দির, প্রতিষ্ঠিত হলেন নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গ। ভারত থেকে বহুদূরে, এক দ্বীপ মহাদেশে, একদল অষ্ট্রেলিান মানুষ ভালোবেসে বসালেন বাবা লোকনাথকে। ভারত বা বাংলাদেশের বাইরে এই প্রথম বাবা লোকনাথের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল বহির্বিশ্বে, উদার, উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে, এক অষ্ট্রেলিয়ান মহিলার বাগানবাড়িতে, বোধি শুদ্ধানন্দের নির্দেশনায় এবং উজ্জ্বল উপস্থিতিতে।"

সৎ সঙ্ঘে উপস্থিত অষ্ট্রেলিয়ান ভক্তবৃন্দ।

নবনির্মিত মন্দিরে বাবাজী।

''লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। একদিন তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে গোঁসাইজী বলেছিলেন, 'ব্রহ্মচারীর চোখে পলক নাই। পাঁচ মিনিট তাঁর চোখের দিকে তাকালে মুর্ছা যাবে। তিব্বত, হিমালয় থেকে প্রাচীন যোগীরা তাঁর কাছে যোগ শিখতে আসেন। তাই সূর্যাস্তের পরই ঘরের দরজা বন্ধ করেন।' গোঁসাইজীকে দেখিয়ে বারদীর আখড়ায় মহন্তকে ব্রহ্মচারী মহাশয় বলেন, 'তোমাদের গৌরাঙ্গ চলতে ফিরতে পারেন না, অচল। আর এই দেখ, আমার সচল গৌরাঙ্গ।' গৌড়ভক্ত উত্তরে বলেন, 'আমাদের গৌরাঙ্গ ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন।, ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মুখ বাগিয়ে হাসতে হাসতে বলতে থাকেন, 'আর আমার গৌরাঙ্গ সকলের সঙ্গে কথা বলেন।''

- তারিণীচরণ চৌধুরীর লেখা
''সদ্ গুরু শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ'' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

মিশন সংবাদ

সুন্দরবনের বালী ও বিজয়নগরে টিউবওয়েল সংস্কার-পানীয় জলের সুরাহা

সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে পানীয় জলের সংকট রয়েছে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর অনেকটা নেমে যাওয়ায় অতীতে যে সমস্ত টিউবওয়েলে সহজেই জল উঠত, সে সমস্ত টিউবওয়েলের অনেকগুলিতেই আজ আর জল ওঠেনা। ফলস্বরূপ নদীনালার দেশ বা সমুদ্র নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও, পানীয় জলের সমস্যা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশন। গোসাবা বিজয়নগরে বাবা লোকনাথের মন্দিরের সামনে একটি অকেজো টিউবওয়েলকে সারিয়ে তুলে সাধারণের ব্যবহারের যোগ্য করে তুলেছে মিশন, এখন শুধু এই অঞ্চল নয়, আশেপাশের গ্রামের বহু মানুষের পানীয় জলের একমাত্র ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে এই টিউবওয়েল। এই অঞ্চলের বহু টিউবওয়েল যেগুলো থেকে স্থানীয় মানুষ একসময় পানীয় জল সংগ্রহ করতেন, এখন অকেজো, কিন্তু বাবা লোকনাথের কৃপায়, মিশনের উদ্যোগে লোকনাথ মন্দিরের নিকটবর্তী এই টিউবওয়েল থেকে নির্গত হচ্ছে স্বচ্ছ জলের ধারা। শুধু বিজয়নগর নয়, সুন্দরবনের বালী এলাকাতেও ঠিক একইরকমের আরও একটি টিউবওয়েলকে সারিয়ে তুলে স্থানীয় সাধারণ মানুষের পানীয় জলের সমস্যার সমাধানে অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে মিশন।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ, কৃষি উন্নয়ন- ইত্যাদি প্রয়োজনীয় নানা বিষয় নিয়ে মিশন কাজ করে চলেছে গত শতাব্দীর নব্বই এর দশক থেকেই, কিন্তু দিনের পর দিন অকেজো হয়ে পড়ে থাকা টিউবওয়েল সংস্কার বর্তমানে এই অঞ্চলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ হিসেবে এলাকার গ্রামবাসীদের কাছে মর্যাদা পেয়েছে। সামান্য জলের জন্য মানুষকে পেরোতে হয়েছে বহু পথ। অনেক সময় দেখা গেছে অকেজো টিউবওয়েলকে সারানোর চেষ্টা করেও সারানো যায়নি। অর্থের অপব্যয় হয়েছে মাত্র, এক্ষেত্রেও সেই আশঙ্কা যে একেবারে ছিলনা তা নয়। কিন্তু সব আশঙ্কাকে মিথ্যে প্রমানিত করে সেরে উঠল বালী ও বিজয়নগরের মন্দির নিকটবর্তী দুটি টিউবওয়েল। মিটেছে এই অঞ্চলের পানীয় জলের সমস্যা। সুন্দরবনে মিশনের সমস্ত প্রকল্পগুলি যিনি দেখাশোনা করেন সেই নিমাই বিশ্বাস মহাশয় জানালেন, যে পানীয় জল পেয়ে আশেপাশের সমস্ত মানুষ বাবা লোকনাথ এবং শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের নামে প্রতিনিয়ত জয়ধ্বনি দিয়ে চলেছেন, মিশনের বহুমুখী মানবকল্যাণমূলক প্রকল্পের তালিকায় পানীয় জল সমস্যার সুরাহা তাই গৌরবময় নবতম এক সংযোজন।

-মৌসুমী পাল

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও মহাসমারহে পালিত হল শারদীয়া দুর্গা পূজা।

বিজয়া দশমীতে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও পালিত হল সিড়িডি সাইনাথের মহাসমাধি স্মরণ উৎসব।

বাঁশতলা অন্নদান সেবা।

আশ্রমের কার্যাবলী

প্রতি মঙ্গলবার- হনুমান চালিসা পাঠ ও রামনাম কীর্তন।
প্রতি শনিবার- সত্যনারায়ণ পূজা ও পাঁচালী পাঠ, ব্রহ্মচারী মহারাজের সৎসঙ্গের আসর।
প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায়- বিশেষ পূজা ও হোম।
গুরু পূর্ণিমা, বাবা লোকনাথ তিরোধান দিবস (১৯শে জ্যৈষ্ঠ) এবং দুর্গাপূজা উৎসব পালন।

বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মচারী মহারাজের পরিচালনায় ধ্যান (Meditation) এবং সচেতনতা (Mindfulnes) শিক্ষা শিবির। মিশন থেকে প্রকাশিত হয় অধ্যাত্ম পত্রিকা ‘‘দিব্যজীবন’’।

যে কোন মহৎ কার্যকে অবিচ্ছিন্নধারায় এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে প্রয়োজন একঝাঁক স্বার্থশূন্য, আদর্শবাদী, কর্মনিষ্ঠ, আন্তরিক মানুষের। মিশন আহ্বান জানাচ্ছে এমন মানুষ আরও বেশী সংখ্যায় এগিয়ে আসুন, যুক্ত হোন মিশনের সেবাকর্মের সাথে। মানুষেরই হাত ধরে শ্রীশ্রী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের মানবকল্যানের এই ধারাটি অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলুক অনাগত ভবিষ্যতের পথে।

বিশদে জানতে যোগাযোগ করুন ঃ
ফোন নং- ৯৮৩১০ ৩৮১৮৩
ওয়েবসাইট- www.babalokenath.org

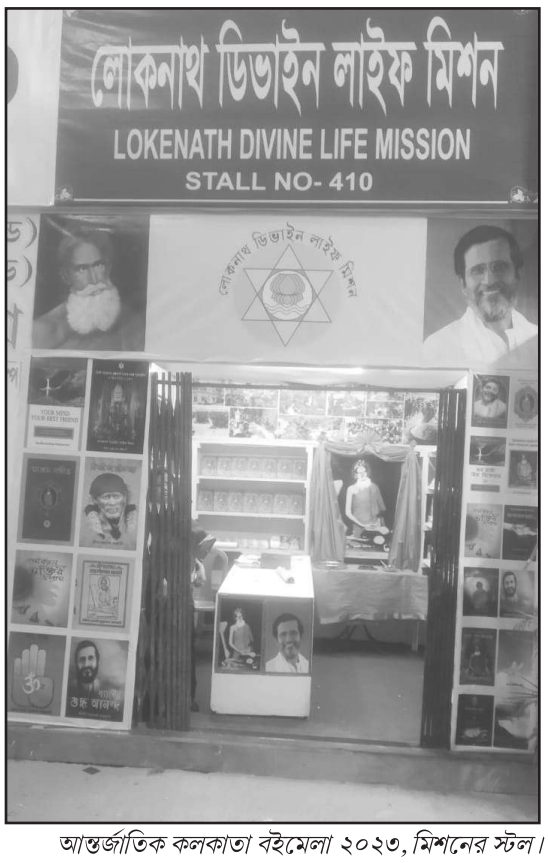

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা ২০২৩, মিশনের স্টল।

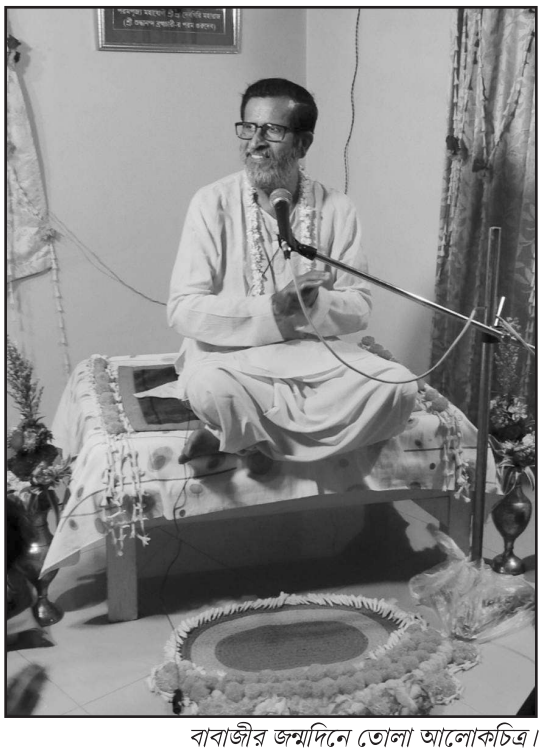

বাবাজীর জন্মদিনে তোলা আলোকচিত্র।

Printed by **Swami Shuddhananda Brahmachari** Published by **Swami Shuddhananda Brahmachari** on behalf of Lokenath Divine Life Mission, Tel. : 9831038183 and Published at 277 Shanti Pally, Kolkata - 700 107. Editor: **Mousumi Pal**